দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শরীয়াতের উৎসঃ

১. যুবকদের সত্য কথা বলা ও নিয়মিত সালাত আদায় করার জন্য আহ্বান জানালে কতিপয় যুবক তার কথা শুনে কটুক্তি করে। যুবকদের অত্যাচার অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছলে সে শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়, শিক্ষক কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে শোনান– إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

ক. 'ফারগব' শব্দের অর্থ কী?
খ. 'আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি'– বুঝিয়ে লেখ।
গ. সাজিবের কাজের মাধ্যমে কাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সাজিদের কার্যক্রম সূরা আল-ইনশিরাহ এর আলোকে বিশেণ্ডষণ কর।

২. শিক্ষক মহোদয় শ্রেণিতে ইসলাম শিক্ষা পড়াতে গিয়ে বলেন যে, মহান আল্লাহতায়ালা মানবজাতিকে হেদায়েত করার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবি ও রাসুল প্রেরণের পাশাপাশি তাঁদের ওপর ১০৪ খানা আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। তবে নাজিলের ক্ষেত্রে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সাথে পবিত্র কুরআন শরিফের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, 'পবিত্র কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন ও সন্দেহমুক্ত একটি মহাগ্রন্থ'।

ক. আল-কুরআন কোথায় সংরক্ষিত ছিল?
খ. খতমে নবুয়ত বলতে কী বোঝায়?
গ. নাজিলের ক্ষেত্রে অন্যান্য আসমানি কিতাবের সাথে আল-কুরআনের বিশেষ পার্থক্য বলতে শিক্ষক কী বুঝাতে চেয়েছেন- ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শিক্ষকের সর্বশেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩. সৌরভ একটি আলোচনা সভায় এক বক্তাকে বলতে শুনল যে, মানবজীবনে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য শুধুমাত্র কুরআন জানা ও মানা আবশ্যক। হাদিসের অনুসরণ প্রয়োজন নেই। বক্তব্য শুনে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে স্থানীয় এক ইমাম সাহেবকে বললে তিনি সূরা আল-হাশরের ৭নং আয়াতখানা পাঠ করে এর অর্থ ও ব্যাখ্যা শুনিয়ে দেন। অর্থ "রাসুল তোমাদের যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"

ক. শরিয়তের তৃতীয় উৎস কী?
খ. কিয়াসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
গ. আলোচনা সভার বক্তার বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূপ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ইমাম সাহেবের বক্তব্যের যথার্থতা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪. জনাব মুরাদ একজন ধার্মিক ও ধনী লোক। ইসলামের বিধিবিধানগুলো পালনের সাথে সাথে তিনি প্রচুর দান-খয়রাতও করেন। তার বাড়িতে ইয়াতিম ও ভিক্ষুক আসলে তিনি তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। অন্যদিকে মিসেস আলেয়ার কাছে কেউ গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় জিনিস চাইতে আসলে তিনি থাকা সত্ত্বেও তা দিতে অস্বীকার করেন।

ক. সূরা আত্তীন কোথায় অবতীর্ণ হয়?
খ. তাকরিরি হাদিস কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।
গ. কোন সূরার শিক্ষার প্রভাবে জনাব মুরাদ এরূপ দানশীল হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মিসেস আলেয়ার এরূপ কর্মকা⁼ সূরা আল-মাউনের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৫. মহানবি (স)-এর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে যদি এমন কোনো সমস্যা দেখা দিত যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যেত না, তখন তাঁরা প্রধান প্রধান সাহাবির মতামত নিয়ে তার সমাধান করতেন। হযরত উমর (রা)-এর যুগে অনেক বিষয়ে সাহাবিদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাবেঈগণের যুগেও এ পদ্ধতিতে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা হতো। [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. 'সুন্নাহ' অর্থ কী?
খ. ইসলামি শরিয়তের চতুর্থ উৎসটির বর্ণনা দাও।
গ. আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্ধৃত অংশে যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সে পদ্ধতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়: দ্বিতীয়, আখলাক:

৬. সাদেকা ও সালমা সহপাঠী। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক দুরাবস্থা দেখে সাদেকা বলল, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো উপায় দেখছি না। সালমা বলল, আমি মনে করি, বর্তমান শাসকশ্রেণি যদি হযরত উমর (রা)-এর ন্যায় রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাহলে আবার বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা হবেই। কেননা, 'উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ।

ক. উমর (রা) কে ছিলেন?
খ. হযরত উমর (রা)-এর ন্যায়বিচারের একটি উদাহরণ দাও।
গ. বর্তমান শাসকশ্রেণি কীভাবে উমর (রা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারে? বর্ণনা কর।
ঘ. 'উমর (রা) ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ।' উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৭. জামাল সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। ব্যবসাক্ষেত্রে কখনো তিনি মানুষকে ঠকানোর চেষ্টা করেন না। সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় তার ব্যবসায়ের বড় ধরনের ক্ষতি হয়। তিনি নিঃস্ব হওয়ার পর্যায়ে চলে গেলেও হতাশ না হয়ে ধৈর্যধারণ করেন।

ক. ব্যবসায়-বাণিজ্য কী ধরনের পেশা?
খ. ফরজে কিফায়া বলতে কী বোঝায়?
গ. জামাল সাহেবের কর্মকা⁼ পাঠ্যবইয়ের সংশ্লিষ্ট হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জামাল সাহেবের কাজের ফলাফল হাদিসের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৮. জনাব 'ক' তার বন্ধুদের সাথে গল্প করছিল। এর মধ্যে 'খ' বলল, জনাব 'ঘ'-কে তো দেখছি না। তৎক্ষণাৎ জনাব 'গ' বলল, আরে ওতো দুশ্চরিত্রের লোক। তাদেরই আরেকজন বলল, ওতো ৫০ কেজি চালের মূল্য নিয়ে আমাকে ৪৫ কেজি চাল দিয়েছে।

ক. আখলাকে 'যামিমাহ' অর্থ কী?
খ. ঘুষ গ্রহণকারীর সাথে ঘুষদাতা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে কেন?
গ. জনাব 'গ' এর কাজটি কীরূপ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব 'ঘ' তার কাজের জন্য অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে– মূল্যায়ন কর।

৯. আমিন সাহেব একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি এলাকার মানুষকে ঋণ দিয়ে মূল পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকেন। কিন্তু তাঁর ভাই লেখাপড়া শেষ করেও কর্মহীন জীবনযাপন করছে। কেউ তাকে কোনো কাজে নিযুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিলে সে উত্তরে বলে- কোনো কাজই আমার ভালো লাগে না।

ক. ওয়াদা পালন কোন আখলাকের অন্যতম গুণ?
খ. ফিতনা ফাসাদ বলতে কী বুঝায়?
গ. আমিন সাহেবের কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে আমিন সাহেবের ভাই এর কাজের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ– মতামত দাও।

১০. জামি একজন ব্যবসায়ী। সে মালে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে। ওজনে কম দেয়। পক্ষান্তরে তার ভাই সামী কথায় কথায় অন্যের অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করে। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের দোষ খুঁজে বেড়ায়।

ক. ইমানের বিপরীত কী?
খ. ইমান ও ইসলামের সম্পর্ক বুঝিয়ে লিখ।
গ. ইসলামের দৃষ্টিতে জামি কী ধরনের লোক? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সামীর কার্যাবলি মূল্যায়ন কর।

অধ্যায়ঃ পঞ্চম, আদর্শ জীবন চরিত্র

১১. কুদ্দুস ও শাহীন ১০ম শ্রেণির ছাত্র। তারা পরস্পরে জ্ঞান চর্চায় মুসলিম মনীষীদের অবদানের কথা আলোচনা করছিল। কুদ্দুস বলল, কুসুমহাটী এলাকার ইমাম হাসান এতই আল্লাহওয়ালা যে, একাধারে ১০ বছর সাওম পালন ও প্রতি রমযান মাসে ৪০ বার আল-কুরআন খতম করেন। আর শাহীন বলল, উক্ত ইমাম সাহেব এমন একজন মুসলিম মনীষীর আদর্শ গ্রহণ করেছেন, যিনি সতের বছর বয়স থেকে জ্ঞান সাধনা আরম্ভ করলেও অল্প দিনের মধ্যেই হাদিস, তাফসির, ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তবে ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক।

ক. 'আমিরুল মু'মিনুন ফিল হাদিস' কার উপাধি?
খ. হুজ্জাতুল ইসলাম বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে কুদ্দুসের কথায় কোন মুসলিম মনীষীর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক' তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১২. শালীনতা বিবর্জিত সমাজ চিত্রের অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে মামুন তার মামাকে জিজ্ঞেস করল, মামা এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? উত্তরে মামা বললেন, আমাদের নারী সমাজ কুরআন ও হাদিস মেনে চললে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ক. শালীনতা কাকে বলে?
খ. 'লজ্জাশীলতার পুরোটাই কল্যাণময়'– হাদিসটি ব্যাখ্যা কর।
গ. শালীনতাপূর্ণ সমাজ গঠনে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর।
ঘ. মামার মন্তব্য যথার্থ কি না– তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

১৩. সামাজিক প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে জনাব সিহাব চৌধুরী লোকমান সাহেবকে মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেন। কিছুদিন পর লোকমান সাহেব প্রতিশোধ নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও এ থেকে বিরত থাকেন। এ ধরনের উদারতা দেখে জনাব সিহাব চৌধুরীর মধ্যে বেশ পরিবর্তন আসে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, কোনো মানুষের সাথে আর অন্যায় আচরণ করবেন না। গোত্র-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। সকল কাজকর্মে কুরআন ও হাদিসকে অনুকরণ করে চলবেন।

ক. মদিনা সনদের ধারা কয়টি?
খ. রাসুলের জীবনাদর্শ অনুকরণীয় কেন?
গ. লোকমান সাহেবের আচরণে মহানবি (স)-এর কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সিহাব সাহেবের পরিবর্তন বিদায় হজের ভাষণের আলোকে পর্যালোচনা কর।

১৪. জনাব আব্দুল হক রহমতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত তৎপর। ন্যায়-বিচারের স্বার্থে তিনি আপন-পর পার্থক্য করেন না। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেন। তাঁর ইউনিয়নের একটি গ্রামে চুরি-ডাকাতি ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে গেলে স্থানীয় মেম্বার জনাব আবুল খায়ের গ্রামের যুবকদেরকে নিয়ে একটি শান্তি সংঘ গড়ে তোলেন। মুরব্বিদের সহযোগিতায় ঐ যুবকসংঘ গ্রামের বিশৃঙ্খলা দূর করে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ক. 'যুননুরাইন' বলা হয় কাকে?
খ. প্রাক-ইসলামি যুগে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা দাও।
গ. আবুল খায়েরের পদক্ষেপটি মহানবি (স)-এর কোন উদ্যোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. জনাব আব্দুল হকের কর্মতৎপরতা হযরত উমর (রা)-এর জীবনাদর্শের আলোকে মূল্যায়ন কর।

১৫. ছগির দশম শ্রেণির ছাত্র। তার মহল্লায় অন্যায় প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকজন সমমনা বন্ধুকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলল। সে নিজেও এ সংগঠনের একজন সদস্য।

ক. হিলফুল ফুযুল কী?
খ. উন্নত সমাজ গঠনে তরুণদের ভূমিকা উল্লেখ কর।
গ. ছগির সংগঠনের সদস্য হওয়ায় কীভাবে সমাজের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাচ্ছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে ছগিরের পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাজে কি শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।